رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن

শানে সাহাবা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান

শানে সাহাবা

رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا نَبِیَّ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَیْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার, উভয় জগতের মালিক ও মুখতার صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে আমার উপর দুনিয়াতে অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকে।" (ফিরদৌসুল আখবার, ১/৪৭১, হাদীস- ৮২১০)

সুন্‌তে হে কেহ্ মাহশর মে চিরিফ উন্‌কি রাসায়ি হে
গর উন্‌কি রাসায়ি হে লও জব তু বন আয়ী হে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

✻ تُوْبُوْا اِلَى الله, اُذْكُرُ الله, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃরার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সাহাবায়ে কিরামের ইসারের জযবাঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পবিত্র মুহার্‌রামুল হারাম মাস নতুন ইসলামী বছরকে সাথে নিয়ে এসেছে, মুহার্‌রামুল হারামের প্রথম ১০ দিন **দা'ওয়াতে ইসলামী** "ফয়যানে সাহাবা ও আহলে বায়ত" উদযাপন করে আসছে। আজ "শানে সাহাবা" এবং আগামী বৃহস্পতিবার "শানে আহলে বায়ত" এর উপর বয়ান হবে, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে; "হযরত হাসান ও হোসাইনের শান ও মহত্ব"। আসুন "শানে সাহাবা" সম্পর্কিত এক ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শ্রবন করি। সুতরাং মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২য় খন্ড বিশিষ্ট "উয়ুনূল হিকায়াত" যাতে নসীহতে ভরা ঘটনা সমষ্টি রয়েছে। এর ১ম খন্ডের ৭৩নং পৃষ্ঠার ঘটনা নং ১৭-এ রয়েছে:

হযরত সায়্যিদুনা আবু জাহম বিন হুযাইফা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: ইয়ারমুক যুদ্ধের সময় আমি আমার চাচাতো ভাইকে খুঁজছিলাম, আমার কাছে একটি পেয়ালায় এতটুকু পরিমাণ পানি ছিলো, যা একজন ব্যক্তি পান করতে পারবে। আমি ভাবলাম যে, যদি তিনি এখানে বেঁচে থাকেন তবে তাঁকে এই পানি পান করাবো এবং তা দিয়ে তাঁর চেহারা পরিস্কার করে দেবো। যখন আমি তাঁর কাছে গেলাম দেখলাম যে, তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: আমি কি আপনাকে পানি পান করাবো? তিনি বললেন: হ্যাঁ! তখনি হঠাৎ কারো আর্তচিৎকারের শব্দ আসলো। আমার চাচাতো ভাই বললেন: এই পানি তাঁর কাছে নিয়ে যাও। আমি দেখলাম, তিনি হযরত সায়্যিদুনা আমর ইবনে আস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ভাই হযরত সায়্যিদুনা হিশাম বিন আস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ছিলেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং বললাম: নিন! আমি আপনাকে পানি পান করাচ্ছি। এমন সময় তিনিও আহত কারো আর্তচিৎকারের আওয়াজ শুনলেন এবং ইশারায় বললেন: এই পানি তাঁর কাছে নিয়ে যাও। আমি তাঁর কাছে পৌঁছতেই তিনি শাহাদতের অমীয় সূধা পান করে নিলেন। অতঃপর আমি আবার হযরত সায়্যিদুনা হিশান বিন আস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর কাছে ফিরে এলাম। ততক্ষণে তিনিও আপন প্রতিপালকের দরবারে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

www.dawateislami.net

অতঃপর আমি আমার চাচাতো ভাইয়ের নিকট আসলাম, দেখলাম তিনিও শহীদ হয়ে গেছেন।[১]

سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان শান ও মান কিরূপ উচ্চ ছিলো। আঘাতে শরীর ক্ষতবিক্ষত, পিপাসার অস্তিরতাও চরম পর্যায়ে। কিন্তু কোরবান হয়ে যান! ঐ পবিত্র স্বত্তাদের ইছারের জযবার উপর, যে এই অবস্থায়ও অন্যান্য সাহাবীদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان কষ্টের প্রতি এমন ভাবে মহানুভবতা ছিলো যে, নিজের পিপাসাও কুরবান করে দিলেন। একটু ভেবে দেখুন! এরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যখন জ্ঞান বুদ্ধিও লোপ পেয়ে যায় এবং প্রত্যেকের শুধুই নিজের চিন্তাই থাকে, কিন্তু এই মহান ব্যক্তিরা "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা"র প্রবাদের বিপরীতে অন্যের চিন্তায় বিভোর হয়ে আছেন যে, যদি আমি পান করে নিই, তবে আমার মুসলমান ভাই পিপাসার্ত রয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে এটি মহান শিক্ষা, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সাহসিকতা এবং **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিপূর্ণ মুহাব্বতের কারণেই সৃষ্টি হয়ে ছিলো। তাদের এই মহান গুনাবলীর কারণেই কালের বিবর্তনে আজও ন্যায় নিষ্ঠ ও হেদায়াতের উজ্জল নক্ষত্রদের আলোচনা মুসলমানদের অন্তরকে প্রশান্ত করে এবং তাঁদের শান ও মহত্বের স্বর মাধুর্যের গুঞ্জন চর্তুদিকে শুনা যায়। আসুন! এবার এটাও শুনে নিন যে "সাহাবী" কাকে বলে? প্রথমে শানে সাহাবার উপর লিখা পংক্তি শুনুন, যা মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব "কারামাতে সাহাবা"র ব্যাখ্যায় দেয়া হয়েছে:

দেয় আলিম না কিঁউ হো নিসারে সাহাবা, কেহ হে আরশ মনজিল ওয়াকারে সাহাবা।
আর্মী হে ইয়ে কুরআন ও দ্বীনে খোদা কে, মাদাদে হেদায়াত এ'তেবারে সাহাবা।
সাহাবা হে তাজে রিসালাত কে লশকর, রাসূলে খোদা তাজেদারে সাহাবা।
ইনহি মে হে সিদ্দিক ওয়া ফারুক ওয়া ওসমান, ইনহি মে হে আলী শেহওয়ারে সাহাবা।
পাসে মরগ এ্যয় আযীমী ইয়ে দোয়া হে, বনোঁ মে গোবারে মাযারে সাহাবা।

[১] (উয়ুনুল হিকায়াত, ১ম খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সাহাবীর পরিচিতিঃ

হযরত আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: যে সৌভাগ্যবানেরা **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ঈমান সহকারে যেয়ারত করেছেন এবং ঈমান অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন। সেই সৌভাগ্যবানদের সাহাবী বলা হয়।[১] এই সাহাবীদের সংখ্যা এক লাখেরও বেশি। বর্ণিত আছে; বিদায় হজ্জের সময় প্রায় এক লাখ চৌদ্দ হাজার (১,১৪,০০০) সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হজ্ব করার জন্য মক্কা মুকার্‌রমায় একত্রিত হয়ে ছিলেন এবং অন্য বর্ণনা থেকে জানা যায়, বিদায় হজ্জের সময় সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সংখ্যা প্রায় এক লাখ চব্বিশ হাজার (১,২৪,০০০) ছিলো। (যুরকানি, ৩য় খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা ও মাদারিজ, ২য় খন্ড, ৩৮৭। কারামাতে সাহাবা, ৫১ পৃষ্ঠা) সকল সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নাম জানা নেই এবং যাদের নাম জানা যায়, তাঁদের সংখ্যা সাত হাজার (৭০০০)। (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৪০০) সকল সাহাবাদের মধ্যে চার খলিফার পর আশারায়ে মুবাশ্‌শারা অতঃপর হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ এরপর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ এবং বাইয়াতে রিদওয়ানে বাইয়াত গ্রহণকারী সাহাবীরাও মর্যাদা পূর্ণ। সকল সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নিশ্চিত ভাবে জান্নাতী। (বাহারে শরীয়াত, ১ম পরিচ্ছেদ, ২৪৯ পৃষ্ঠা) কুরআনে পাকে সর্বত্র সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সুন্দর আমল, সৎচরিত্র এবং সুন্দর ঈমানের আলোচনা বিদ্যমান এবং তাঁদের দুনিয়াতেই ক্ষমা ও মাগফিরাত আর আখিরাতের পুরস্কারের সুসংবাদ শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। ভেবে দেখুন! যাঁদের প্রসংশনীয় গুনাবলী স্বয়ং **আল্লাহ্ তাআলাই** অনুমোদন করেন। তাঁদের মহত্ব ও সম্মানের পরিমাপ কে করতে পারে।

আসুন! সেই পবিত্র সত্ত্বাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে পাকের কিছু শ্রবণ করি যাতে আমাদের অন্তরে তাঁদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আরো বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ৯ম পারা, সূরা আনফালের ৪নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

[১] (ফতহুল বারী, কিতাবু ফাযায়ীলে আসহাবে নবী, বাব ফাযায়ীলে আসহাবিল নবী, ৮/৩,৪)

www.dawateislami.net

اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ۚ﴿۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এরাই প্রকৃত মুসলমান। তাদের জন্য মর্যাদা সমূহ রয়েছে তাঁদের প্রতিপালকের নিকট, আর ক্ষমা রয়েছে এবং সম্মানের জীবিকা। (পারা- ৯, সূরা- আনফাল, আয়াত- ৪)

পারা ১১, সূরা তাওবার ১০০নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

رَّضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﴿۱۰۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন বাগান (জান্নাত), যেগুলোর তলদেশে নদী সমূহ প্রবাহিত। তাঁরা সদা-সর্বদা সেখানে অবস্থান করবে। এটাই হচ্ছে মহা-সাফল্য। (পারা- ১১, সূরা- তাওবা, আয়াত- ১০০)

পারা ২৬, সূরা আল ফাতাহ এর ২৯নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে;

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِیْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا یَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا ۫ سِیْمَاهُمْ فِیْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرٰىةِ ۚۛ وَ مَثَلُهُمْ فِی الْاِنْجِیْلِ ۚۛ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ মুহাম্মদ **আল্লাহ্**র রাসূল এবং তাঁর সঙ্গে যারা আছে কাফিরদের উপর কঠোর এবং পরস্পরের মধ্যে দয়াশীল। তুমি তাদেরকে দেখবে রুকুকারী, সিজদারত। **আল্লাহ্**র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। তাঁদের চিহ্ন তাঁদের চেহারায় রয়েছে সাজদার চিহ্ন থেকে, তাঁদের গুনাবলী তাওরীতের মধ্যে রয়েছে এবং তাঁদের অনুরূপ গুনাবলী রয়েছে ইন্জীলে। যেমন একটা ক্ষেত যা আপন চারা উৎপন্ন করেছে। অতঃপর সেটাকে শক্তিশালী রয়েছে, তারপর তা শক্ত হয়েছে, তারপর কাণ্ডের উপর সোজা

www.dawateislami.net

سُوْقِهٖ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِیْمًا ﴿۲۹﴾

হয়ে দণ্ডায়মান হয়েছে, যে চাষীদেরকে আনন্দ দেয়, যাতে তাঁদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর ঈর্ষার আগুনে জ্বলে। **আল্লাহ্** ওয়াদা করেছেন তাঁদেরই সাথে, যারা তাঁদের মধ্যে ঈমানদার ও সৎকর্ম পরায়ন ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের। (পারা- ২৬, সূরা- ফাতাহ, আয়াত- ২৯)

পারা ২, সূরা বাকারার ২১৮নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اُولٰٓىِٕكَ یَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۲۱۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তাঁরা **আল্লাহ্**র অনুগ্রহের প্রত্যাশি, আর **আল্লাহ্** ক্ষমাশীল, দয়াবান। (পারা- ২, সূরা- বাকারা, আয়াত- ২১৮)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে করীমা দ্বারা এই যথার্থতা প্রজ্জ্বলিত দিনের মতো প্রকাশিত যে, **আল্লাহ্**র **মাহবুব** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان কিরূপ উচ্চ মর্যাদা ও শান ও মহত্বের অধিকারী যে, যাঁরা নিজেরদের জীবনকে **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর হাবীব** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন এবং দ্বীন ইসলামের উন্নতির জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। সেই আরবী বীর পুরুষরা **নবী করীম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে থেকে দ্বীনকে জীবিত করলে এমন এমন কুরবানী দিয়েছিলেন যে, যেগুলো ভুলা যায় না। **আল্লাহ্ তাআলা** যুদ্ধের ময়দানে এই আরোহীদের আপন **প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনুযায়ী হওয়ার কারণে না শুধু ক্ষমা, সন্তুষ্টি ও জান্নাতের অধিকারী ইত্যাদি মহা মূল্যবান নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন বরং তাঁদের প্রাপ্য দান ও দয়ার কথা তাঁর পবিত্র কালাম কুরআনে পাকের বিভিন্ন জায়গায় আলোচনাও করেছেন, যাতে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমানদের অন্তরেও তাঁদের শান ও মহত্ব আরো সুদৃঢ় হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

কুরআনের আয়াত ছাড়াও **নবী করীম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও নিজ জবান মোবারকেও কখনো সকল সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان ফযীলত বর্ণনা করেন এবং কখনো নাম নিয়ে নিয়ে তাঁদের শান ও মহত্ব এবং মান ও মর্যাদার প্রকাশ করতেন।

নেককার ব্যক্তিত্ব

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَكْرِمُوا اَصْحَابِیْ فَاِنَّهُمْ خِیَارُكُمْ"[১] অর্থাৎ আমার সাহাবাদের (عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان) সম্মান করো। কেননা, তাঁরা তোমাদের মধ্যে নেককার ব্যক্তি।" আরো ইরশাদ করেন: "خَیْرُ اُمَّتِیْ اَلْقَرْنُ الَّذِیْنَ یَلُوْنِیْ ثُمَّ الَّذِیْنَ یَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِیْنَ یَلُوْنَهُمْ"[২] অর্থাৎ আমার উম্মতের সবচেয়ে উত্তম হলো আমার যুগের লোকেরা (অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان) অতঃপর তাঁদের পরবর্তীরা (অর্থাৎ তাবেঈন) অতঃপর তাঁদের পরবর্তী লোকেরা (অর্থাৎ তাবে তাবেঈন) رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن।"

এমন অনেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان ও আছেন, যাদের উচ্চ কর্ম পদ্ধতির জন্য **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের শান ও মহত্বের নাম নিয়ে কিছুটা এরূপ বয়ান করেন যে; "আবু বকর আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্র ও দয়ালু ব্যক্তি এবং ওমর বিন খাত্তাব আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি আর ওসমান বিন আফ্ফান আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লাজুক ও সম্মানিত এবং আলী বিন আবি তালিব আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ও সবচেয়ে বেশি বাহাদুর ব্যক্তি এবং আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নেক ও আমলদার ব্যক্তি, আবু যর এই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরাহিযগার এবং সত্যবাদী লোক, আবু দারদা আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইবাদতগুজার ও মুত্তাকী ব্যক্তি এবং মুয়াবিয়া বিন সুফিয়ান আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধৈর্যশীল এবং দানবীর লোক।"

(কানযুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৩৬৬৬)

---

[১] (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবে সাহাবা, ২/৪১৩, হাদীস- ৬০১২)
[২] (মুসলিম, কিতাবু ফাযায়ীলে সাহাবা, বাবু ফাযায়ীলে সাহাবা, হাদীস- ২৫৩৫)

www.dawateislami.net

আরো ইরশাদ করেন: "আমি আরব বাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী এবং সালমান পারস্যবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী এবং বিলাল হাবশবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী।" (কানযুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৩৬৭২) "আমার সব সাহাবা আমার কাছে সম্মানিত এবং প্রিয়, যদিওবা সে হাবশী গোলাম হোক।" (কানযুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৩৬৭৪)

নুমায়া হে ইসলাম কে গুলিস্তাঁ মে,
হার এক গুল পে রঙ্গ বাহারে সাহাবা।

হেদায়াতে উজ্জ্বল প্রদীপ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **মাওলায়ে কুল, ফখরে রাসূল, হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان কিরূপ শান ও মহত্ব বর্ণনা করেছেন এবং স্বয়ং তিনিই চান যে, আমার উম্মত আমার সাহাবাদের খুবই ইজ্জত ও সম্মান করুক। তাই আমাদের ও **হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফরমান অনুযায়ী আমল করে সকল সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان সত্য অন্তরে ভালবাসা চাই। আর তাদের জীবনী ও চরিত্রের উপর আমল করে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করা চাই। কেননা, এরাই হেদায়াতের রাস্তার ঐ উজ্জল নক্ষত্র যার সম্পর্কে **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَصْحَابِیْ كَالنُّجُوْمِ فَبِاَیِّهِمْ اِقْتَدَیْتُمْ اِهْتَدَیْتُمْ"[১] অর্থাৎ আমার সাহাবারা (عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان) নক্ষত্রের সমতুল্য, তোমরা এদের মধ্যে যাকেই অনুসরণ করবে হেদায়াত পাবে।"

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! কিরূপ মূল্যবান উদাহরণ, **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজ সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان হেদায়াতের নক্ষত্র বললেন এবং অন্য হাদীসে নিজ আহলে বাইতদের رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُم কিশ্তিয়ে নূহ ঘোষনা করেছেন, সমূদ্রের যাত্রিদের নৌকার প্রয়োজন হয় এবং নক্ষত্রের দিক নির্দেশনায়ও যে, জাহাজ নক্ষত্রের দিক নির্দেশনা সাগরে চলাচল করে।

[১] (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবে সাহাবা, ২/৪১৪, হাদীস- ৬০১৮)

www.dawateislami.net

এভাবে উম্মতে মুসলিমার নিজের ঈমানী জিন্দেগীতে পবিত্র আহলে বাইতদের رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ উপর নির্ভরশীল এবং সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان ও মুখাপেক্ষী। উম্মতের জন্য সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان অনুসরনেই হেদায়াত রয়েছে।[১]

আহলে সুন্নাত কা হে বেড়া পাড় আসহাবে হুযুর,
নজম হে অউর নাও হে ইতরাত রাসূলুল্লাহ্ কি। (হাদায়িকে বখশিশ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان অতুলনীয় আচার-আচরন এবং পবিত্র ব্যবহার, উম্মতের সংশোধন এবং শিক্ষার ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব বহন করে। **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مِثْلُ اَصْحَابِیْ فِیْ اُمَّتِیْ كَالْمِلْحِ فِی الطَّعَامِ لَایَصْلَحُ الطَّعَامُ اِلَّابِالْمِلْحِ অর্থাৎ আমার সাহাবার উদাহরণ আমার উম্মতের মধ্যে, খাবারে লবনের মতো। যেমন খাবার লবন ছাড়া ভালো হয় না।"[২] অর্থাৎ যেমন লবনের পরিমাণ যদি সামান্য, তবে সম্পূর্ণ খাবারকে সুস্বাদু বানিয়ে দেয়, তেমনি আমার সাহাবারা আমার উম্মতের মধ্যে কিছু সংখ্যক। কিন্তু সবার সংশোধন তাঁদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। রেলের প্রথম বগীতেই কিন্তু ইঞ্জিন থাকে। আর তা সম্পূর্ণ রেলকে ইঞ্জিনের উপকারীতা পৌঁছিয়ে থাকে। আর ইঞ্জিন ঐ বগীটাকেই টানে আর এর মাধ্যমে সমস্ত বগীগুলোকে টানে।[৩]

সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان মহত্ব ও ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ একটি বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان মহত্ব ও ফযীলতকে আলোকিত করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি সঠিক পথে চলতে চায় তবে সে যেন ঐ লোকদের রাস্তায় চলে এবং তাঁদের অনুসরণ করে যারা এই জগত থেকে চির বিদায় নিয়েছে। কেননা, জীবিতদের (অর্থাৎ ঐ লোক যাদের এখনো মৃত্যু আসেনি) ব্যাপারে এ আশঙ্কা রয়ে যায় যে, তারা দ্বীনের ব্যাপারে কোন ফিতনায় পড়ে যাবে।

---

[১] (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৭৯)
[২] (শরহুস সুন্নাহ, কিতাবু ফাযায়ীলে সাহাবা, বাবু ফাযায়ীলে সাহাবা, ৭/৭৬, হাদীস- ৩৮৬৩)
[৩] (মিরআতুল মানাজিহ, ৮/১৭৮)

www.dawateislami.net

আর ঐ লোকেরা হলো **হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان। এই মহান সত্ত্বারা উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। সকল উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাঁরাই নেককার, তাঁদের জ্ঞান সবচেয়ে বেশি গভীর এবং তাঁদের আমল লৌকিকতা শূণ্য। এরা ঐ মহান সত্ত্বা যে, যাদের **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বন্ধুত্ব, সঙ্গী এবং দ্বীনের খিদমতের জন্য বেঁচে নিয়েছেন। তবে এদের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত কেমন হতে পারে ভেবে দেখুন। তাঁদের কর্ম এবং পদ্ধতির অনুসরন করে। যেভাবেই সম্ভব তাঁদের আচার ও তাঁদের চরিত্র নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করো। নিঃসন্দেহে তাঁরা সঠিক রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত ছিলো।[২]

খিলাফত ইমামত বেলায়ত কারামত,
হার এক ফযল ইকতিদার সাহাবা।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ অত্যন্ত সুন্দর ভাবে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان মহত্ব ও গুরুত্ব সম্পর্কে মাদানী ফুল বর্ণনা করেছেন: নিঃসন্দেহে **হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তত্তাবধানে থাকা প্রত্যেক সাহাবী সঠিক পথ ও হেদায়াতের ঝর্ণাধারা। কেননা, সকল উম্মতের মধ্যে শুধুমাত্র সাহাবায়ে কিরামগণই عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان **হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য, সঙ্গ দ্বারা উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে এবং একারণেই তাঁদের এতো মাহাত্ব ও আভিজাত্য অর্জিত হয় যা কোন সাহাবী নয় এমন কারো হতে পারে না। সুতরাং **সুলতানে আরব, মাহবুবে রব, হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ সদকা করা, আমার কোন সাহাবীর সোয়া সের সদকা করা বরং এর অর্ধেক পরিমাণও হতে পারে না।"

(বুখারী, কিতাবু ফাযায়ীল আসহাবে নবী, বাবু কওলুন নাফী লাও কুলতা মুতাখাজা খলীলা, ২/৫২২, হাদীস- ৩৬৭৩)

প্রখ্যাত মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন:

[২] (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ঈমান, কিতাবুল ই'তিসাম বিল কিতাবু ওয়াল সুন্নাহ, ১/৫৭, হাদীস- ১৯৩)

www.dawateislami.net

অর্থাৎ আমার সাহাবী শুধুমাত্র সোয়া সের সদকা করে এবং তাছাড়া অন্যান্য যে কোন মুসলমান হোক সে গাউছ, কুতুব বা সাধারণ মুসলমান পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ সদকা করে তবে তাদের স্বর্ণ **আল্লাহ্**র নৈকট্য এবং কবুলিয়্যতের ব্যাপারে সাহাবীর সোয়া সেরের সমকক্ষ কখনো হতে পারবে না। এরূপ একই অবস্থা রোযা, নামায এবং সকল ইবাদতেও। যখন সমজিদে নববীতে আদায় করা নামায অন্যান্য জায়গায় আদায় করা নামায থেকে পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০) গুন বেশি সাওয়াব বিশিষ্ট তবে যারা **নবী করীম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য এবং দিদার অর্জন করে ছিলো তাঁদের ব্যাপারে কি বলবো এবং তাঁদের ইবাদতের ব্যাপারেই বা কি বলবো?[২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে কোন মুসলমানের বড় থেকে বড় কোন নেকী, সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان ছোট কোন নেকীর সমতুল্যও হতে পারে না, তেমনি ভাবে কেউ যত বড়ই ওলী, গাউছ, কুতুব হোক না কেন এবং তার থেকে অনেক কারামত প্রকাশিত হোক না কেন, তবুও কোন সাহাবীর মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না। শায়খুল হাদীস, হযরত আল্লামা মুফতি আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه বলেন: সকল ওলামায়ে উম্মত ও আকাবিরে উম্মত এই মাসআলায় একমত যে, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان "আফদ্বালুল আউলিয়া" অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত সকল আউলিয়া, যদিবা তিনি বেলায়তের উচ্চতম স্তরে পৌঁছে যাক না কেন, অবশ্য অবশ্য তিনি কখনো কোন সাহাবীর বেলায়াত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না। **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়তের প্রদীপ শিখার সহযোগীদের বেলায়তের মর্যাদার সেই উচ্চ স্তর দান করেছেন এবং এই পবিত্র সত্ত্বাদের এমন কারামত দ্বারা ধন্য করেছেন যে, অন্যান্য সকল আউলিয়াদের জন্য এই চরমোৎকর্ষ সোপানের কল্পনাও করা যাবে না। এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان হাতে এতো বেশি কারামত প্রকাশ হয়নি। যত বেশি অন্য আউলিয়ায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان কাছ থেকে প্রকাশের বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট যে, বেশি কারামত উচ্চ বেলায়াতের দলিল নয়।

[২] (মিরআতুল মানাজিহ, ৮/১৭৪)

www.dawateislami.net

কেননা, বেলায়ত আসলে **আল্লাহ্**র নৈকট্যের নাম। **আল্লাহ্ তাআলা**র নৈকট্য যার যত বেশি অর্জিত হবে। তত বেশি তাঁর বেলায়াতের মর্যাদা উচ্চ থেকে উচ্চতর হবে। সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان যেহেতু নবুয়তের চোখের জ্যোতি এবং রিসালাতের ফয়যের ফয়য ও বরকত দ্বারা ধন্য হয়েছেন। সেই জন্য এই মহান সত্ত্বাদের **আল্লাহ্**র দরবারে যেরূপ নৈকট্য অর্জিত তা অন্যান্য আউলিয়ারা অর্জন করতে পারেনি। যদিও সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان অনেক কম কারামত প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু তবুও সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان বেলায়াতের মর্যাদা অন্যান্য আউলিয়ায়ে কিরাম থেকে অনেক বেশি উচ্চ স্তর সম্পন্ন। (কারামাতে সাহাবা, ৫৩ পৃষ্ঠা)

ইয়ে মুহরিঁ হে ফরমানে খতম আর সাল কি,
হে দ্বীনে খোদা শাহ কারে সাহাবা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম, সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان শান এমনি অতুলনীয় যে, কেউ এই স্থান ও মর্যাদার কখনোই পৌঁছাতে পারে না। এই পবিত্র সত্ত্বারা দ্বীনের উন্নতির জন্য নিজের জানও মালের কুরবানি পেশ করেছিলেন। দ্বীন ইসলামকে সতেজ ও প্রসারের জন্য বাড়ি-ঘর ছেড়ে সফরের বিপদে কখনো ধৈর্যচ্যুত হননি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমরা মুসলমান, আমাদের হাতে কুরআনে করীম রূপে **আল্লাহ্ তাআলা**র হুকুম আহকাম এবং হাদীসের রূপে **নবী** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফরমান সমূহ এই সকল পবিত্র সত্ত্বাদের রাত-দিনের প্রচেষ্টার ফল। আমাদের উচিৎ, আমরা আমাদের অন্তরে এই পৃষ্ঠপোষকদের ভালবাসা ও মহত্ব জাগিয়ে রাখি। তাঁদের অনুদৃত পথে চলে নিজের জীবনকে অতিবাহিত করা এবং তাঁদের বিন্দু মাত্র বেআদবী ও অভদ্রতা এবং কটুক্তি ও বিদ্রূপ থেকেও বেঁচে থাকা এবং সর্বদা তাঁদের উত্তম আলোচনা করতে থাকা। ওলামারা বলেন: তাঁদের (সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان) যখনি আলোচনা করা হবে ভালভাবে করা ফরয।

(বাহারে শরীয়াত, ১/২৫২)

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! নবী করীম صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য শুধু মাত্র তাঁকে ভালবাসার দাবী যথেষ্ট নয় বরং তাঁর সকল সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان আদব ও সম্মান করাও জরুরী। নয়তো তাঁদের খারাপ বলা **নবী পাক** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। সুতরাং

হযরত আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ আবু আলী কাহতান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন; আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি 'করজ' এর জামে মসজিদ শারখিয়ায় প্রবেশ করলাম। আমি **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখতে পেলাম। তাঁর সাথে আরো দু'জন লোকও ছিলো, যাঁদের আমি চিনতে পারিনি। আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে সালাম আরয করলাম। কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আমি আবেদন বললাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার উপর রাত-দিন এতো এতো বার দরূদ ও সালাম পেশ করি আর আপনি আমাকে সালামের জবাব থেকে বঞ্চিত করলেন? **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি আমার উপর তো দরূদ পেশ করো আর আমার সাহাবাদের কটুক্তি ও বিদ্রুপ করো।" আমি আবেদন করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার পবিত্র হাতে তাওবা করলাম ভবিষ্যতে এরূপ আর করবো না। অতঃপর **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (সালামের উত্তরে) ইরশাদ করলেন: "وَعَلَیْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ।"

(সা'আদাতুদ দারাঈন, আলাত যাতুল হামিস ওয়াল ইশরুল বা'দাল মা'আতি, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

বেহরে সিদ্দিক ওয়া ওমর ওসমান আলী,
কিজিয়ে রহমত এ্যয় নানায়ে হোসাইন।
সব সাহাবা কা ওয়াসিলা সায়্যিদা,
কিজিয়ে রহমত এ্যয় নানায়ে হোসাইন। (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হিদায়াতের পথে উজ্জ্বল নক্ষত্রঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল, **আমাদের নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা পোষণ করে তাঁর পবিত্র সত্ত্বার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার সাথে সাথে তাঁর সকল সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان প্রতিও ভালবাসা পোষণ করা আবশ্যক। مَعَاذَ الله **(আল্লাহ্‌র** পানাহ!) এমন যেন না হয় যে, কিছু সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان প্রতি অত্যন্ত ইশ্‌ক ও মুহাব্বত প্রকাশমান এবং বাকী আসহাবে রাসূলের প্রতি অন্তরে ঘৃণা ভরপূর হয়ে আছে। যদি এরূপ হয় তবে ঘৃণার কারণে **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অভিশাপ হবে। যেমন-

আল্লাহ্ তাআলার অভিশাপের উপযুক্ত

হযরত ও'য়াইম বিন সায়িদাহ্ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, নবীয়ে মুখতার, শাহানশাহে আবরার** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে মনোনীত করেছেন এবং আমার জন্য আমার সাহাবাদের পছন্দ করেছেন। অতঃপর এদের মধ্যে আমার ওযির (মন্ত্রী), সাহায্যকারী এবং আত্মীয় বানালেন। فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ অতএব তাঁদের যারা গালি দিবে তাঁদের প্রতি **আল্লাহ্ তাআলার**, তাঁর ফিরিশতাদের এবং সকল মানুষের অভিশাপ। لَایَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ صَرْفًا وَّلَا عَدْلًا কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের কোন ফরয ও নফল কবুল করবেন না।" (আস সাওয়ায়িকিল মুহরিক, ৪ পৃষ্ঠা)

আরো ইরশাদ করলেন: "আমার সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে **আল্লাহ্ তাআলাকে** ভয় করতে থাকো। আমার পর তাঁদের (অপবাদ এবং খারাপ কথা দ্বারা) লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করো না। অতএব যারা তাঁদের ভালবাসলো, তবে তারা আমাকে ভালবাসার কারণে এরূপ করলো এবং যারা তাঁদের সাথে ঘৃণা পোষণ করলো, তবে তাঁরা (মূলত) আমার প্রতি ঘৃণা পোষণ করার কারণে এরূপ করলো। যারা তাঁদের কষ্ট দিলো, তারা মূলত আমাকেই কষ্ট দিলো এবং যারা আমাকে কষ্ট দিলো, তারা মূলত **আল্লাহ্ তাআলাকে** কষ্ট দিলো।

www.dawateislami.net

আর যে **আল্লাহ্ তাআলা**কে কষ্ট দিলো, অতি শীঘ্রই **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে পাকড়াও করবেন।" (মিশকাত, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানফিব সাহাবা, ২/৪১৪, হাদীস- ৬০১৪)

অন্য এক হাদীস শরীফে রয়েছে; "وَمَنْ اَسَاءَ الْقَوْلَ فِیْ اَصْحَابِیْ كَانَ مُخَالِفاً لِسُنَّتِیْ অর্থাৎ যে আমার সাহাবী সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করলো, তবে সে আমার সুন্নাত থেকে সরে গেলো। وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَبِئْسَ الْمَصِیْرُ এবং তার ঠিকানা হচ্ছে আগুন এবং তা কতই না মন্দ স্থান প্রত্যবর্তন হওয়ার জকন্য।"

(আর রিয়াজুল নাদ্বারা, বাবুল আউয়াল, যিকরি মা'জা ফিল হাশ আলা জাহান্নাম..... ১/৬৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان সাথে শত্রুতা পোষণকারী হাদীসের হুকুম অনুযায়ী **আল্লাহ্ তাআলা**, ফিরিশতা ও সকল লোকের অভিশাপের উপযুক্ত হয়ে গেল। সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان শানে বিদ্রুপকারী এবং তাদের সঙ্গ গ্রহণকারী **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি অর্জন করে নিজের আখিরাতই ধ্বংস করে দেয় এবং মৃত্যুর সময় তাদের কলেমাও নসীব হয় না।

হযরত আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতি শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْه "শরহুস সুদুর" এর উদ্ধৃত করেন: এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলো তখন তাকে কলেমা পাঠ করতে বলা হলো। তখন সে উত্তর দিলো যে, আমার এটা পড়ার ক্ষমতা নেই, কারণ আমি এমন লোকদের সাথে উঠাবসা করতাম যারা আমাকে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর ও ওমর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا দের ব্যাপারে মন্দ কথা বলার পরামর্শ দিতো।

(শরহুস সুদুর, বাবু মা ইয়া কওলুল লিসানি ফি মরদুল মওত, ৩৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিক ও ফারুক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর শানে কটুক্তিকারীর সংস্পর্শের এই শাস্তি হলো যে, সেই ব্যক্তির মৃত্যুর সময় কলেমা নসীব হলো না। আর যে ব্যক্তি স্বয়ং সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان কুৎসা রটায় এবং মানহানী করে, তাদের দুনিয়াতেই লোকদের শিক্ষার জন্য এরূপ উদাহরণ বানিয়ে রাখেন। আসুন! এই বিষয়ে কয়েকটা ঘটনা শুনি:

www.dawateislami.net

সাহাবার সাথে শত্রুতা করার পরিণতিঃ

হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গমন করলেন, যে কিনা হযরত সায়্যিদুনা আলী, হযরত সায়্যিদুনা তালহা এবং হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ এর মতো উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان মহান শানে বিদ্রুপ ও কটুক্তি মূলক বাক্য বলছে। সায়্যিদুনা সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ সেই বেআদব বিদ্রুপকারীকে বললেন: তুমি আমার ভাইদের সম্পর্কে বিদ্রুপ ও বেআদবী করা থেকে ফিরে এসো নইলে আমি তোমার বিরুদ্ধে বদ-দোয়া করবো। সেই বেআদব বললো; এতো আমাকে এভাবে ভয় দেখাচ্ছে যেন কোন নবী এসেছে (যাদের কোন দোয়া ফেরত দেয়া হয় না)। তিনি رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ অযু করে মসজিদে প্রবেশ করলেন, দু'রাকাত নামায আদায় করে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে এভাবে আবেদন করলেন: হে **আল্লাহ্**! ঐ ব্যক্তি যদি **তোমার হাবীব** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সর্বোৎকৃষ্ট সাহাবাদের বিদ্রুপ ও মানহানী করে তোমাকে অসন্তুষ্ট করে থাকে তবে আজই তাকে শাস্তি দিয়ে আমাকে একটি নমুনা দেখাও এবং তা মু'মিনদের জন্য শিক্ষণীয় উদাহরণ বানিয়ে দাও। (এতটুকু বললেন) হঠাৎ এক (পাগল) উট লোকদের সারি ছিন্ন করে এলো এবং সেই লোকটিকে দাঁত দ্বারা কামড়ে ধরে আছাড় মারলো, উটটি তাকে অত্যন্ত নির্মমভাবে পদদলন করলে সে মৃত্যুর ঘাট অতিক্রম করলো। বর্ণনাকারী বলেন: (এই বিদ্রুপকারীর এই পরিণতি পর) লোকেরা ভয়ে হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং বলতে লাগলেন: হে আবু ইসহাক! **আল্লাহ্ তাআলা** আপনার দোয়া কবুল করেছেন।[১] (এবং সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان শত্রু ধ্বংস হয়ে গেল)

জিন কদর জ্বি ও বশর মে থে সাহাবা শাহ্ কে,
সব কো ভি বেশক, খুচচান চার ইয়ারোঁ কো সালাম।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

[১] (দালাইলুন নবুয়ত লিল বায়হাকী, বাবু মা'জা ফি দোয়ায়ি রাসূলুল্লাহ্, ৬/১৯০। তারিকে দামেশক, সা'আদ বিন মালিক, ২০/৩৪৮)

www.dawateislami.net

সাহাবাদের বিদ্রুপকারীর শিক্ষণীয় পরিণতিঃ

হযরত সায়্যিদুনা খালাফ বিন তামিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: আমাকে হযরত সায়্যিদুনা আবু হাসিব বশীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: আমি ব্যবসা করতাম এবং **আল্লাহ্ তাআলার** দয়া ও অনুগ্রহে অনেক ধনী ছিলাম, আমার এক শ্রমিক আমাকে সংবাদ দিলো যে, অমুক মুসাফির খানায় একজন লোক মারা গেছে। সেখানে তার কেউ নেই। এখন তার লাশ কাফন-দাফন ছাড়া পড়ে আছে। যখন আমি মুসাফির খানায় পৌঁছলাম সেখানে একটি মৃত লাশ পেলাম। আমি একটি চাদর এর উপর বিছিয়ে দিলাম। তার সাথী বললো: এই ব্যক্তি অনেক ইবাদত গুজার ও নেক ব্যক্তি ছিল। অথচ কাজ তার কাফনও পাচ্ছে না। আর আমাদের কাছে এতো সম্পদ নেই যে, তার কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করবো। এটা শুনে আমি প্রারিশ্রমিক দিয়ে এক ব্যক্তিকে কাফন আনতে পাঠালাম এবং এক ব্যক্তিকে কবর খনন করার জন্য পাঠালাম এবং আমি তার জন্য কাঁচা ইট বানাতে লেগে গেলাম। আমরা তখন এই কাজে ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ ঐ মৃত ব্যক্তি উঠে বসে গেলো। অতঃপর সে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আওয়াজে চিৎকার করতে লাগলো: হায় আগুন! হায় ধ্বংস! হায় বিনাশ! হায় আগুন! হায় ধ্বংস! হায় বিনাশ! তার সাথীরা যখন এই ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখলো ভয়ে দূরে চলে গেলো। আমি তার কাছে গেলাম এবং তার বাহু ধরে নাড়লাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি কে? এবং তোমার এই অবস্থা কেন? সে বলতে লাগলো: দূর্ভাগ্য জনক ভাবে আমি এমন কিছু মন্দ লোকের সংস্পর্শে ছিলাম যারা হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর ও ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا দের গালি দিতো। তাদের খারাপ সংস্পর্শে থাকার কারণে আমিও তাদের সাথে হযরত সিদ্দিক ও ফারুক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا কে গালি দিতাম এবং তাদের ঘৃণা করতাম। সায়্যিদুনা আবুল হাসিব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বললেন: আমি তার এই কথা শুনে ইস্তিগফার পড়লাম এবং বললাম: হে দুর্ভাগা! তবে তো তোমার কঠিন শাস্তি হওয়া চাই। (অতঃপর আমি তাকে জিজ্ঞসা করলাম) তুমি মৃত্যুর পর জীবিত কিভাবে হলে? তখন সে উত্তর দিলো: আমার নেক আমল আমার কোন উপকারে আসেনি,

www.dawateislami.net

সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাথে কটুক্তি করার কারণে মৃত্যুর পর আমাকে টেনে হিচঁড়ে জাহান্নামে নিয়ে গেলো এবং সেখানে আমাকে আমার স্থান দেখানো হলো, সেখানের আগুন টগবগ করে সিদ্ধ হচ্ছিল। অতঃপর আমাকে বলা হলো: শীঘ্রই তোমাকে আবার জীবিত করা হবে যেন তুমি তোমার বদ-আক্বীদা সাথীদেরকে তোমার এই ভয়ঙ্কর পরিণতির সংবাদ পৌঁছাতে পারো এবং তাদের জানাবে যে, যে কেউ **আল্লাহ্ তাআলার** নেক বান্দাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে তাদের আখিরাতে কিরূপ ভয়ঙ্কর পরিণতি হয়। যখন তুমি তাদেরকে তোমার পরিণতি সম্পর্কে বলে দেবে তখন তোমাকে তোমার আসল ঠিকানায় (অর্থাৎ জাহান্নামে) নিক্ষেপ করা হবে। আর সংবাদ পৌঁছানোর জন্য আমাকে দ্বিতীয়বার জীবিত করা হয়েছে, যেন আমার এই অবস্থা দেখে সাহাবীদের কটুক্তিকারীরা যেন শিক্ষা গ্রহণ করে এবং বিদ্রুপ ও কটুক্তি করা থেকে ফিরে আসে। অন্যথা যারাই এই মহান সত্ত্বার শানে বিদ্রুপ করবে তাদের অবস্থা আমার মতোই হবে। এই কথা বলার পর ঐ ব্যক্তি আবারো মৃত অবস্থায় ফিরে গেল। তার এই শিক্ষণীয় কথাগুলো। ততক্ষণে শ্রমিকটি কাফন কিনে আনলো। আমি ওই কাফন নিলাম এবং বললাম: আমি কখনোই এই দুর্ভাগা ব্যক্তির কাফন দাফনের ব্যবস্থা করবো না। যে কিনা হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর বিদ্রুপকারী। তোমরা তোমাদের সাথীকে সামলাও আমি তার পাশে অপেক্ষা করাও পছন্দ করিনা। অতঃপর আমি সেখান থেকে ফিরে আসলাম। পরে আমি জানতে পারলাম তার সেই বদ-আক্বীদা পোষণকারী সঙ্গীরাই তাকে গোসল ও কাফন দিলো এবং সেই কতিপয় লোকেরাই তার জানাযার নামায পড়লো, তারা ছাড়া অন্য কেউ জানাযার নামাযে শরীক হওয়াও পছন্দ করলো না।

(উয়ূনুল হিকায়াত, ১/২৪৮)

মাহফুজ ছদা রাখনা শাহা বে-আদবোঁ ছে,
আউর মুঝ ছে ভি সদজদ না কভি বে-আদবী হো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনার দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক ও হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمْ দের বিদ্রুপ ও কটুক্তিকারীর কিরূপ ভয়ঙ্কর পরিণতি হলো।

www.dawateislami.net

সুতরাং আমাদেরও উচিৎ হযরত সিদ্দিকে আকবর ও হযরত ফারুকে আযম এবং সকল সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان বেআদবী থেকে দূরে থেকে আশিকানে রাসূল ও সাহাবা, আহলে বাইত ও আউলিয়ায়ে কিরামের প্রেমিকদের সংস্পর্শ গ্রহণ করা। এই সকল মহান ব্যক্তিত্বের প্রেম প্রদীপ নিজের অন্তরে জ্বালিয়ে উভয় জগতের মঙ্গলের অংশীদার হওয়া। **আল্লাহ্ তাআলার** নেক বান্দাদের ভালবাসা কবর ও হাশরে অত্যন্ত উপকারী সাব্যস্ত হবে। সুতরাং এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন: আমার ওস্তাদের এক সাথী মারা গেলো। উস্তাদ সাহেব তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَافَعَلَ اللّٰهُ تَعَالٰی بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তর দিলো: **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলেন: মুনকার নকীরের সাথে কি অবস্থা হলো? উত্তর দিলো: তাঁরা আমাকে বসিয়ে যখন প্রশ্নকরা শুরু করলো, **আল্লাহ্ তাআলা** আমার অন্তরে এটা প্রবেশ করে দিলেন আর আমি ফিরিশতাদের বললাম: সায়্যিদুনা আবু বকর ও ফারুক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর উছিলায় আমাকে ছেড়ে দিন। এ কথা শুনে তাঁরা একে অপরকে বলতে লাগলো: ইনি তো অনেক মহৎ ব্যক্তিদের উছিলা পেশ করলো। সুতরাং তাকে ছেড়ে দাও। অতএব তাঁরা আমাকে ছেড়ে দিলো এবং চলে গেলো। **(শরহুস সুদুর, ১৪১ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামদেরকে عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان ভালবাসা পোষণকারীর **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরও প্রিয় বরং এসব সৌভাগ্যবানরা কিয়ামতের দিন **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য অর্জন করবে। যেমন-

হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্যধন্য সৌভাগ্যবানরা:

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সাহাবা, বিনিগণ এবং আহলে বাইতকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে এবং এদের মধ্য থেকে কারো সম্পর্কে ঠাট্টা বিদ্রুপ না করে, আর তাঁদের ভালবাসায় দুনিয়া থেকে ইন্তিকাল করে, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে আমার মর্যাদায় থাকবে।"

(আর রিয়াযুন নাদ্বারা, বাবুল আউয়াল, মা'জা ফিল হাশ ওয়া জাহান্নাম, ১/২২)

www.dawateislami.net

মুহিব্বানে সাহাবা অর্থাৎ সাহাবাদের ভালবাসা পোষণকারীদের কপটতা মুক্তির সুসংবাদও রয়েছে। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফীউল মুযনিবিন** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ اَحْسَنَ الْقَوْلَ فِیْ اَصْحَابِیْ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ অর্থাৎ যে আমার সাহাবা সম্পর্কে উত্তম কথা বলে, তবে সে কপটতা (মুনাফেকী) থেকে মুক্ত হয়ে গেলো।"

(আর রিয়যুল নাদ্বারা, বাবুল আউয়াল, মা'জা ফিল হাশ ওয়া জাহান্নাম, ১/২২)

রহমতেঁ লাখো আবু বকর ও ওমর পর লাখো সালাম,
মেরে মাওলা হায়দারে কাররার পর লাখো সালাম।
হে ইয়াকিনান হার সাহাবী জাঁ নিসারে মুস্তাফা,
হার মুহাজির আউর হার আনসার পর লাখো সালাম।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان শান কিরূপ উচ্চ মর্যাদা যে, যুগ যুগ ধরে তাঁদের পবিত্র জীবনের সম্পর্কে বিভিন্ন কিতাব ও রিসালা লিখা হয়েছে এবং এই অবস্থা জারি থাকবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার পক্ষ থেকে এই পর্যন্ত আশারায়ে মুবাশ্শারার মধ্য থেকে সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক এবং সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর জীবনীর উপর বৃহৎ কিতাব "ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ" এবং "ফয়যানে ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ" এর ২য় খন্ড এবং আরো ছয় (৬) জন সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان এর জীবনী ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আকারে রিসালাও ছাপানো হয়েছে। এছাড়াও সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان কারামাত ভিত্তিক অত্যন্ত সুন্দর একটি কিতাব "কারামাতে সাহাবা"ও মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়াও "ফয়যানে উম্মাহাতুল মু'মিনীন" "ফয়যানে আয়িশা সিদ্দিকা" "শানে খাতুনে জান্নাত"ও প্রকাশিত হয়েছে।

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে এই সকল কিতাব ও রিসালা পড়তে **(Read)** পারবেন, ডাউনলোডও **(Download)** করতে পারবেন এবং প্রিন্ট আউটও **(Printout)** করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان শান ও মহত্ব সম্পর্কে বয়ান শুনলাম। আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان পর সকল মানুষের মধ্যে সাহাবায়ে কিরামরাই عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা ও সম্মানের উপযুক্ত। এরা ঐ মহান ব্যক্তিত্ব, যারা **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাওয়াতে লাব্বাইক বলে ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেন এবং নিজের সম-প্রাণ উৎসর্গ করে ইসলামের বার্তা দুনিয়ার কোণায় কোণায় পৌঁছিয়েছেন। এই মহান ব্যক্তিরাই ইসলামের পতাকাকে সুউচ্চে স্থাপন করার এমন এমন অতুলনীয় কুরবানী দিয়েছেন যে, যা আজকাল কল্পনাও করা যায় না। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরও রিসালাতে প্রদীপ শিখার এই স্ফুলিঙ্গদের প্রকৃত প্রেম ও ভালবাসা দান করুন এবং তাঁদের অনুসৃত পথে চলার তৌফিক দান করুন। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশের পরিচয়

তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পূনর্জাগরণ এবং ইলমে শরীয়াতের প্রসারতাকে সারা দুনিয়ায় প্রত্যেকের দোর-গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এসকল কার্যাবলীকে সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য কিছু মজলিশ (বিভাগ) গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মজলিশ হল **'আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ্'**। যা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সম্মানিত ওলামা ও মুফতীগণের সমন্বয়ে গঠিত। এটা বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনামূলক কাজের গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এতে নিম্নের ৬টি শোবা (বিভাগ) রয়েছে। যথা:

www.dawateislami.net

১. আ'লা হযরতের কিতাবাদি বিভাগ- (শোবায়ে কুতুবে আ'লা হযরত)
২. পাঠ্য কিতাবাদি বিভাগ- (শোবায়ে দর্‌সি কুতুব)
৩. চারিত্রিক সংশোধন মূলক কিতাবাদি বিভাগ- (শোবায়ে ইছলাহী কুতুব)
৪. অনুবাদ বিভাগ- (শোবায়ে তারাজিমে কুতুব)
৫. কিতাব পরীক্ষণ বিভাগ- (শোবায়ে তাফতীশে কুতুব)
৬. উৎস নিরুপণ বিভাগ।- (শোবায়ে তাখরীজ)

'আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ্‌র' সর্বাগ্রে প্রধান কাজ হচ্ছে ছরকারে আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ ওয়া খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর দুর্লভ মহামূল্যবান কিতাবাদিকে বর্তমান যুগের চাহিদার স্বার্থে যথাসাধ্য খুব সহজভাবে পরিবেশন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনামূলক মাদানী কাজে সব ধরনের সর্বাত্মক সহায়তা করুন। আর মজলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো স্বয়ং নিজেরাও পাঠ করুন এবং অন্যদেরকেও পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহ্ তাআলা দা'ওয়াতে ইসলামীর 'আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ্' মজলিশ সহ সকল মজলিশগুলোকে দিন দিন উন্নতি ও উৎকর্ষ দান করুন। আর আমাদের প্রতিটি ভাল আমলকে ইখলাছের সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করে উভয় জাহানের মঙ্গল অর্জনের ওছিলা করুন। আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

১২ মাদানী কাজ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একাগ্রতা ও দৃঢ়তার সাথে নেকীর দাওয়াত প্রসার করার জন্য যেলী হালকায় ১২ মাদানী কাজে অংশ নিন। এই ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিন এক মাদানী কাজ হলো "সাদায়ে মদীনা দেয়া" **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে মুসলমানদের ফজরের নামাযের জন্য জাগানোকে সাদায়ে মদীনা বলে।

www.dawateislami.net

নিঃসন্দেহে এই যুগে মুসলমান দ্বীন থেকে অনেক দূরে এবং আখিরাতের ভাবনা ছেড়ে দুনিয়ার ভাবনায় ব্যস্ত। সুন্নাত ও নফল তো দূরের কথা, অধিকাংশ লোকেরা তো ফরয নামাযও কাযা করে দিচ্ছে। এ কারণেই আমাদের মসজিদ সমূহ বিরাণ হযে গেছে। এমতাবস্থায় আবারো সেই উৎকর্ষতা ফিরিয়ে আনার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া এবং এই প্রতিজ্ঞা পূরণ করার জন্য ধারাবাহিক ভাবে চেষ্টা করে যাওয়া অবশ্যই সৌভাগ্যের বিষয়। সুতরাং চেষ্টো করে যান এবং মসজিদ সমূহের পূর্বের উৎকর্ষতা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রতিদিন সাদায়ে মদীনা দেয়াকে অভ্যাসে পরিণত করুন।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর এটা অভ্যাস ছিলো যে, তিনি লোকদের নামাযের জন্য জাগাতেন। যখন ফজরের নামাযের জন্য আসতেন তখন রাস্তায় লোকদের নামাযের জন্য জাগাতে জাগাতে আসতেন। এছাড়াও ফজরের আযানের পরপর যদি মসজিদে কেউ ঘুমিয়ে থাকে তো তবে তাকেও জাগিয়ে দিতো। (তবকাতুল কুবরা, যিকরি ইসতিখলাফ ওমর, ৩/২৬৩)

মনে রাখবেন! যদি আমাদের ইনফিরাদী কৌশিশে এক ইসলামী ভাইও নামাযী হয়ে যায়, তবে তার নেক আমলের কারণে সেতো সাওয়াব পাবেই, সাথে আমরাও এই সাওয়াবের অংশীদার হবো। কেননা, নেকীর দিকে পথ প্রদর্শনকারীও নেকী সম্পাদনকারীর মতো। (জামে তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, ৩য় খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬৭৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার জন্য, গীবত করা ও শুনা থেকে বাঁচার জন্য, নামায এবং সুন্নাতের অভ্যাস গড়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সবর্দা সম্পৃক্ত থাকুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সমাজের অনেক বিগড়ে যাওয়া মানুষ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে সহজ-সরল পথে এসে গেছে। এ প্রেক্ষিতে একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করবো: মাতরা, ভারত এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরূপ, আমি একজন মডার্ণ যুবক ছিলাম। ফিল্ম, নাটক দেখাতে আমি ব্যস্ত থাকতাম। কোন উপায়ে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত বয়ানের ক্যাসেট "টিভির ধ্বংসলীলা" শুনার সৌভাগ্য অর্জন হল, যেটা আমার জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছে। আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম।

www.dawateislami.net

এরই মধ্যে আমার **APENDIX** এর রোগ ধরা পড়ল আর ডাক্তার অপারেশনের পরামর্শ দিলেন। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এ সময় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একজন মুবাল্লিগের ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে জীবনে প্রথমবার আশিকানে রাসুলদের সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা প্রশিক্ষণের তিন দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলার বরকতে অপারেশন ছাড়া আমার রোগ দূর হতে লাগল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার উৎসাহ উদ্দীপনায় মদীনার ১২ চাঁদ লেগে গেল। এখন প্রতি মাসে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকি। প্রতিমাসে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে তা জমা দিয়ে থাকি এবং মুসলমানদেরকে ফযরের নামাযের উদ্দেশ্যে জাগানোর জন্য অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে সাদায়ে মদীনা দিয়ে থাকি।

বে-আমল বা-আমল বন্‌তে হে ছর বছর,
তু ভী আয় ভা-ই কর কাফিলে মে সফর।
আচ্ছি সুহবত ছে ঠান্ডা হো তেরা জিগর,
কা-শ! করলে আগর কাফিলে মে সফর।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবিহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৫)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

www.dawateislami.net

সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব

❁ সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফের রিওয়াতে রয়েছে যে, সব সুরমার চাইতে উত্তম সুরমা হচ্ছে ইসমাদ। কেননা এটা দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পালক গজায়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪৯৭) ❁ পাথুরী সুরমা ব্যবহার করাতে অসুবিধা নেই এবং কালো সুরমা কিংবা কাজল রূপচর্চার নিয়্যতে পুরুষের লাগানো মাকরূহ। আর যদি রূপচর্চা উদ্দেশ্যে না হয় তবে মাকরূহ নয়। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা) ❁ শয়ন করার সময় সুরমা লাগানো সুন্নাত। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা) ❁ সুরমা ব্যবহারের বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি (১) কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাই (২) কখনো ডান চোখে তিন শলাই এবং বাম চোখে দুই শলাই, (৩) অথবা কখনো উভয় চোখে দুই বার করে অতঃপর সবশেষে এক শলাই সুরমা লাগিয়ে ওটাকেই পরপর উভয় চোখে লাগান। (শুআবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ২১৮-২১৯ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত) এ রকম করাতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তিনটার উপরই আমল হয়ে যাবে। **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সম্মানজনক যত কাজ রয়েছে সব কাজই আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান দিক থেকে শুরু করতেন তাই সর্বপ্রথম ডান চোখে সুরমা লাগাবেন এরপর বাম চোখে।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

জু ভি শায়দায়ি হে মাদানী কাফিলোঁ কা ইয়া খোদা!
দো'জাহাঁ মে উছকা বেড়া পার ফরমা ইয়া খোদা!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِیْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলেন তখন **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এটাই পড়ে থাকে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রউফুর রাহীম صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَی اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِیْمُ الْكَرِیْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْم

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net